darrajit@yahoo.com

স্মার্ট হোন ভাল ক্যারিয়ারের প্রয়োজনে

মাহমুদুল ইসলাম

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ মে ২০০০

আপনি কি কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছেন কিংবা চাকুরী খুঁজছেন ? যদি এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আপনাকে স্মার্ট হতে হবে। চাকুরী করলে পাকারোক্ত করার জন্য, চাকুরী খুঁজলে পাওয়ার জন্য।

ব্যক্তিত্ব ঃ স্মার্টনেসের প্রথম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। আপনার ব্যক্তিত্বই আপনার প্রতি যে কারও মনোযোগ আকর্ষনে যথেষ্ট । অনেকে মনে করেন, গুরুগম্ভীর হয়ে থাকাটাই বোধহয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আসলে ধারণাটা পুরোপুরি ভুল বরং গুরুগম্ভীর থাকলে অনেকেই আপনাকে গোমড়ামুখো ভাবতে পারে। ব্যক্তিত্ববান হতে হলে আপনার মাঝে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। নিজের মাঝে যদি বিশ্বাসের ঘাটতি থাকে তাহলে দূর্বলতা আপনার ওপর ভর করবে। আর নার্ভাসনেস একজন মানুষের স্মার্টনেস প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। আপনি যে বিষয়ে কথা বলবেন, সে বিষয়ে আপনাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। তাই বলে সবসময় নিজেকে জ্ঞানী হিসাবে জাহির করতেবেন না আবার। অথবা অযথা ভিত্তিহীন কথা বলবেন না। আপনার ধ্যান-ধারণা আধুনিক হতে হবে। আপনার সচেতনতা যে আধুনিক তা আপনার কর্মে, কথাবর্তায় প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবেন। এ কারণে যদি আপনার মরণ অন্য আট/দশজনের থেকে একটু আলাদা মনে হয় তাতেও অসুবিধা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকেই উগ্রতা আর মানুসিকতাকে একসংগে গুলিয়ে ফেলে। ফলে এই দুটো ব্যপার একেবারেই ভিন্ন। আপনি যদি ব্যক্তিত্ববান হতে চান, তাহলে আপনি কখনই এ দুটো ব্যাপার এক সংগে মিশিয়ে ফেলবেন না। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সব সময় একটি সুন্দর মন থাকা চাই। এই ব্যাপারটি আপনার মাথায় সব সময় রাখতে হবে। কারণ আপনার মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ব্যাগারগুলো কাজকর্মে প্রকাশ পাবে এটাই স্বাভাবিক।

কথোপকথন ঃ সুন্দরভাবে কথা বলতে পারাটা একজন মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। আপনার কথা বলার ভঙ্গিমা, উচ্চারণ সব কিছুই স্মার্টনেসের ধারক ও বাহক। সবসময় স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলবেন। যাতে কারও বুঝতে অসুবিধা না হয়। আঞ্চলিক উচাআরণ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। সাবলীল ভাষায় কথা বলবেন। কখনই অতিরিক্ত শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে গিয়ে সাধু ভাষা ব্যবহার করবেন না। মাথা নিচু করে কথা না বলা শ্রোতার চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। কথে বলতে গেলে যাদের কথা জড়িয়ে যায় তারা যতটা সম্ভব নিচু স্বরে ধীরে ধীরে কথা বলবেন। কথা কখনও খুব জোরে অথবা খুব আস্তে বলবেন না বরং এমন স্বরে কথা বলুন যাতে সবাই শুনতে পায়। কথা বলার সময় একটু-আধটু রসিকতাও করতে পারেন। আপনার কথাবার্তায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ রাখার চেষ্টা করবেন।

পোশাক ঃ স্মাট হওয়ার ক্ষেত্রে পোশাক নির্বাচনটা খুব জরুরী। পোশাকের রং পোশাকের ধরণ সব কিছুই আপনাকে স্মাট হিসাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে। আপনাকে কি ধরণের পোশাকে মানায় সেই সংগে কোন রংটা এই জিনিস আপনার জানা থাকতে হবে। কোন অনুষ্ঠানে কি ধরণের পোশাক পরতে হয় তাও আপনার জানা থাকতে হবে। যেমন ধরুন বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে পিকনিকে যাচ্ছেন। এই সময় আপনি যদি স্যুট-টাই পরে ফুলবাবু সাজেন তাহলে আপনাকে আনস্মাট মনে হবে। এই সময় আপনার পোশাক হওয়া উচিত রাফ এ্যান্ড টাফ। যেমন জিন্স টিশার্ট। শুধু পোশাকে নয় পোশাকের সংগে অন্য ব্যাপারগুলোও লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন পোশাকের সাথে কোন জুতা মানায় সেদিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঞ্জাবী-পাজামার সংগে আপনি যদি কের্ডস পরেন তাহলে কতটুকু আনস্মাট মনে হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে একটি পোশাকের রং এর সংগে আরেকটা পোশাকের রং ম্যাচ করে পরলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল লাগে। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। পোশাক কেনার সময় একটু ভেবেচিন্তে চিন্তা ভাবনা করে কিনবেন। যাতে সবাই আপনার রুচিবোধের প্রশংসা করে। এছাড়া আপনার হেয়ার স্টাইল, হাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোদ্দকথা আপনার নিজের প্রয়োজনেই আপনাকে স্মার্ট হতে হবে।

Copyright ©2001CATVALLEY, All rights reserved. The property of owner rights. Web version : 0.01